দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ MAY 9 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

490

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট নির্বাচনে
জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের পরিচিতি সভা

# সন্ত্রাসী তৎপরতা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করিতে হইবে

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষে গতকাল (শনিবার) জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের প্যানেল পরিচিতি অনুষ্ঠানে বক্তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূলুণ্ঠিত ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার এবং সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য এই পরিষদ মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দিয়া জয়যুক্ত করার আহ্বান জানাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, দলীয় সংকীর্ণতার আবর্তে পরিচালিত হইতেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এককালের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত গর্বের এ বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন এশিয়ার ৩৭তম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানে গিয়া ঠেকিয়াছে। ক্যাম্পাসে এখন রাষ্ট্রীয় শক্তির সন্ত্রাসী তান্ডব চলিতেছে। এই অবস্থার মধ্যে জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের বিজয় অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মাহবুবুল আমীনের সভাপতিত্বে এই প্যানেল পরিচিতি সভায় বক্তব্য রাখেন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে পরিষদের এক নম্বর প্রার্থী ইত্তেফাক ও নিউনেশন সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আফম ইউসুফ হায়দার, প্রফেসর মাহবুব উল্লাহ, সাংবাদিক নেতা রিয়াজউদ্দিন আহমদ, বিএনপি নেত্রী সেলিমা রহমান, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস হোসেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ সলিমুল্লাহ খান, সাংবাদিক নেতা আমানুল্লাহ কবীর, কৃষিবিদ রফিকুল ইসলাম, এডভোকেট সাইদুর রহমান মিলন মেহেদী প্রমুখ। পরিষদের আবেদন ও প্রার্থী পরিচিতি পাঠ করেন শিরিন সুলতানা। প্রার্থীদের পরিচয় করাইয়া দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিয়া।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির সন্ত্রাসী তৎপরতা হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করিতে পারিলেই শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ ফিরিবে। ছাত্র-শিক্ষকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অর্থবহ করা সম্ভব। স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব আমাদেরকেই পালন করিতে হইবে। ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হইল সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী যোগ্য নেতৃত্ব গড়িবার সূতিকাগার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ধ্বংস করিয়াই সন্ত্রাসী রাজনীতির প্রাধান্য বিস্তার করা হইতেছে। ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূলুণ্ঠিত অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী ঐক্য প্যানেলকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান।

প্রফেসর আফম ইউসুফ হায়দার বলেন, এই সরকারের উপর বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ বিরক্ত। এখন জাতীয়তাবাদী প্যানেলের জয় অবধারিত। রিয়াজউদ্দিন আহমদ বলেন, এই প্যানেলের জয়ের জন্য জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকরা সব কিছুই করিবে। ফেরদৌস হোসেন বলেন,

রাষ্ট্রীয় শক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস করিতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত করা হইয়াছে। সরকারী ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের পাহারা দেওয়ার জন্য আবাসিক হলগুলিতে পুলিশ মোতায়েন রাখা হইয়াছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সকল সন্ত্রাসীকে সরাইয়া না নেওয়া হইলে তাহার দায়-দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে বহন করিতে হইবে।

সেলিমা রহমান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নৈরাজ্যের হাত হইতে রক্ষার জন্য জাতীয়তাবাদী প্যানেলের জয় অপরিহার্য। আমানুল্লাহ কবীর বলেন, এখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বড় জায়গা ক্যাম্পাস। চর দখলের মত হল দখল হইতেছে। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য জাতীয়তাবাদী প্যানেলকে জয়ী করিতে হইবে।

মিলন মেহেদী বলেন, ছাত্রলীগের টোকাই মিজানরা এখন ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রক।

জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের ২৫ জন প্রার্থী হইলেন ঃ ইত্তেফাক ও নিউনেশন সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন (ভোটার নং ২৭৭৫), সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার (ভোটার নং ৮৮৭৪), জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি, ভয়েস অব আমেরিকার প্রাক্তন সংবাদদাতা এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (গিয়াস কামাল চৌধুরী, ভোটার নং ১৭৫৫), ড্যাবের আহ্বায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের সাবেক ডীন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবদুল হাদী (ভোটার নং ২৯৪২), এ্যাব এর সভাপতি, পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক জয়েন্ট চীফ ডঃ মোঃ নূরুল ইসলাম (ভোটার নং ২১৮৯১), মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ এম শরীফুল ইসলাম (ভোটার নং ২৬৫৩), ঢাকা বার কাউন্সিলের সদস্য, আদর্শ শিক্ষক পরিষদের উত্তরা থানা সভাপতি অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আশরাফুল হক (ভোটার নং ৩৭৬৯), ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কাশেম মোহাম্মদ মুজিবুল হায়দার চৌধুরী (ভোটার নং ৭৯১), ক্রিসেন্ট হোল্ডিংস লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইবনে সিনা ব্রাদার্স বহুমুখী সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান একেএম রফিকুন্নবী (ভোটার নং ২৩৭), ইসলামী ব্যাংকের এ্যাসিষ্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট আশেক আহমদ জেবাল (ভোটার নং ১১০৮), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি ডঃ মাহবুবউল্লাহ (ভোটার নং ২৬৮১), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি প্রফেসর জসীমউদ্দিন আহমদ (২০৯২), আদর্শ শিক্ষক পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ মোহাম্মদ লোকমান (ভোটার নং ৬৭৩১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক, খ্যাতিমান প্রাণ রসায়নবিদ ডঃ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান (ভোটার নং ৪৪২৮), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোঃ আবুল বাশার (ভোটার নং ৩৩২৮), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, জিয়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা ডঃ মোহাম্মদ আমিনুর রহমান মজুমদার (ভোটার নং ৩৫৮৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোঃ নূরুল ইসলাম (ভোটার নং ৫০৮৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মিসেস মাসুদা এম রশিদ চৌধুরী (ভোটার নং ২৮৭৪), ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সাবেক শিক্ষক ডাঃ ফখরুল ইসলাম চৌধুরী (ভোটার নং ১৫৪৩), জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ নূর আলম কামরুল আহসান (ভোটার নং ৭২০৬), তেজগাঁও কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান মোঃ আবুল কাশেম (৩৩৯৭), আবুজর গিফারী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবিএম ফজলুল করীম (ভোটার নং ২০), ময়মনসিংহ বহুমুখী উন্নয়ন একাডেমী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আকবর আলী (রাকবর শিরাজী, আজীবন ভোটার নং- ৩৪৪৯) এবং রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদের সাবেক ভিপি, মহিলা দলের কেন্দ্রীয় সদস্যা শিরীন সুলতানা (ভোটার নং ২৯৭৬০)।

জাতীয়তাবাদী ঐক্য প্যানেলের ঘোষণাপত্রে বলা হইয়াছে ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির চর্চায় সরকারের প্রভাবমুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন যে পূর্বশর্ত তাহা আজ ভূলুণ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মন্ত্রীদের ছোটখাট অনুষ্ঠানে ফিতা কাটার জন্য আহ্বান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করিয়া স্বায়ত্তশাসন নীতিতে অনুপ্রবেশের পথ করিয়া দিতেছে। শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগের একমাত্র বিবেচনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে দলীয় আনুগত্য। বর্তমান সরকার আবাসিক হলগুলি পুলিশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় দখল করিয়া সরকারী ছাত্রসংগঠন ব্যতীত অন্য ছাত্রদের বিতাড়িত করা হইয়াছে। সন্ত্রাস শিক্ষা জীবনকে ব্যাহত করিতেছে। ইহা ইতিহাসের কালো অধ্যায়।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত রাখিতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা চাই, প্রশাসনের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতিফলন চাই এবং শিক্ষা ও গবেষণার জন্য পরিচ্ছন্ন ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ চাই।

**কর্মসূচী ঃ** আজ (রবিবার) বিকাল ৫টায় টিএসসিতে জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের প্যানেল সভা অনুষ্ঠিত হইবে। ১০ই মে বিকালে মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়কলেজে এবং ১৫ই মে বিকাল পৌনে ৪টায় নারায়ণগঞ্জ বার লাইব্রেরীতে প্যানেল পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উল্লেখ্য, আগামী ৬ই জুন দেশের ১৯টি কলেজ ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে, ১০ই জুন ১৫টি কলেজ কেন্দ্রে এবং ১৫ ও ১৬ই জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি কেন্দ্রে ৩০ হাজার রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ভোট প্রদান করিয়া ২৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন।